জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

দ্বিতীয় শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস

ড. ধীরেন্দ্র নাথ তরফদার

পরিমার্জন

রাশিদা আক্তার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : ২০১৬

ডিজাইন
কামরুন নাহার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **হিন্দুধর্ম** ও **নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিত হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

১। শ্রেণিকক্ষে যে পাঠটি উপস্থাপন করবেন সেই পাঠটি কয়েকবার পড়বেন।

২। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।

৩। শিক্ষক নির্দেশিকায় দেওয়া অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেবেন।

৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করবেন।

৫। নির্দেশিকায় দেওয়া ছবি/চিত্র উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করার পাশাপাশি শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লিখিত উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন।

৬। পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজটি উপস্থাপন করাবেন।

৭। শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন।

৮। হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চারণসহ অর্থ শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	১–৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	দেব-দেবী	৫–১৩
তৃতীয় অধ্যায়	মহাপুরুষ ও ধর্মগ্রন্থ	১৪–২২
চতুর্থ অধ্যায়	সম্প্রীতি	২৩–২৫
পঞ্চম অধ্যায়	অগ্রাধিকার	২৬–২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	সততা ও সত্যবাদিতা	২৮–৩১
সপ্তম অধ্যায়	স্বাস্থ্যরক্ষা	৩২–৩৩
অষ্টম অধ্যায়	দেশপ্রেম	৩৪–৩৬
নবম অধ্যায়	তীর্থক্ষেত্র	৩৭–৪০

প্রথম অধ্যায়
স্রষ্টা ও সৃষ্টি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ সর্বশক্তিমানরূপে ঈশ্বরের পরিচয় বলতে পারবে এবং সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ ঈশ্বরের শক্তি সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.১.২ ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা জেনে সকলের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২টি

পাঠ–১

শিখনফল

১.১.১ ঈশ্বরের শক্তি সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ

কোনো পারিবারিক দৃশ্যের ছবি। কোনো নিসর্গের ছবি । গাছপালা, আকাশ, চন্দ্র–সূর্য, নদীনালা, মানুষ, জীবজন্তুসহ কোনো চিত্র।

বিষয়বস্তু

আমরা মানুষ। আমরা ঘরবাড়িতে বাস করি। ঘরবাড়ি মানুষের সৃষ্টি। ঘরবাড়িতে অনেক কিছু থাকে। এ সবকিছুও মানুষের সৃষ্টি। এভাবে মানুষ বহু কিছু সৃষ্টি করে। মানুষ তার প্রয়োজনে সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্টির শেষ নেই। কিন্তু এর পরেও অনেক সৃষ্টি আছে। আমাদের এই পৃথিবী, গ্রহ–তারা, চন্দ্র–সূর্য, আকাশ, নদী–সাগর পাহাড়–পর্বত, মরুভূমি, বিশাল বনভূমি, বিচিত্র পশু–পাখি এ সবকিছু মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু এর তো একজন স্রষ্টা থাকবে। এই স্রষ্টার নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষের শক্তি অল্প। ঈশ্বরের শক্তি সীমাহীন, অনন্ত। মানুষ ক্ষুদ্র। ঈশ্বর অসীম। ঈশ্বরের বিশালতা ও শক্তির কথা বলে শেষ করা যায় না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন । তারপর তিনি শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন

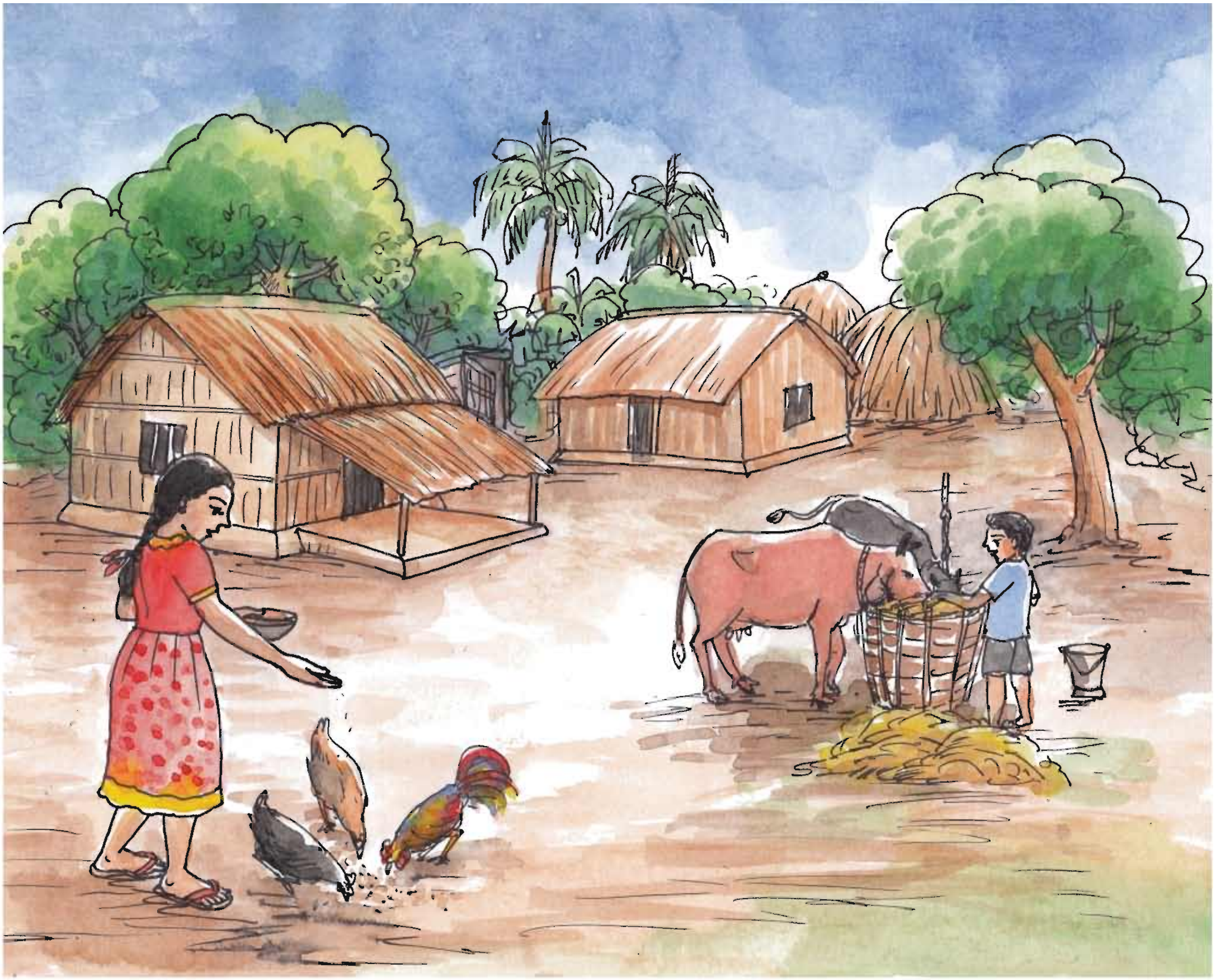

পারিবারিক দৃশ্য

আসবাবপত্র অর্থাৎ টেবিল, চেয়ার, লেখার বোর্ড ইত্যাদি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এগুলো কে তৈরি করেছে। উত্তর শুনে তিনি তাঁর প্রশ্নের পরিধি আরও বাড়িয়ে দেবেন। ধীরে ধীরে তিনি গাছপালা, পশুপাখি, নদী–সাগর, বনভূমি, গ্রহ–নক্ষত্র, আকাশ, সমগ্র বিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন। এভাবে সবকিছুর স্রষ্টারূপে তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে ঈশ্বরের ধারণা দেবেন। তিনি আরও বোঝাবেন যে মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা খুবই অল্প। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতার কোনো শেষ নেই। শিক্ষক বিবিধ দৃষ্টান্তসহ শিক্ষার্থীর মনে ঈশ্বরের বিশালতা ও অশেষ শক্তিময়তার ধারণাটি দৃঢ় করতে সচেষ্ট হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিভিন্ন নিসর্গ দৃশ্যের ছবি ও মানুষের সৃষ্টির দৃষ্টান্তমূলক ছবি সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ্যাংশটি শিক্ষার্থীরা কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তার মূল্যায়ন করবেন। তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

(ক) ঘরবাড়ি কে সৃষ্টি করেছেন?
(খ) গরুর গাড়ি, বাস, লঞ্চ, ট্রেন কে তৈরি করেছেন?
(গ) গাছ–পালা, জীব–জন্তু, মানুষ, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?
(ঘ) মানুষের শক্তি কতটুকু?
(ঙ) ঈশ্বরের শক্তি কীরূপ?

পাঠ–২

শিখনফল

১.১.২ ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা জেনে সকলের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ

গৃহপালিত পশুপাখিকে পরিচর্যারত কোনো পারিবারিক দৃশ্যের ছবি। যেমন–
গরুকে খড় খাওয়ানো, হাঁস, মুরগি ও কবুতরকে খাওয়ানো।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তির প্রকাশ আমরা দেখি। কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টিকে আমরা দেখি। কিন্তু তাঁকে দেখি না। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখতে হবে। তাঁকে অনুভব করতে হবে। ঈশ্বরকে দেখি ফোটা ফুলের মধ্যে। ঈশ্বরকে দেখি পরিপূর্ণ ফলের মধ্যে। সাগরের তরঙ্গে। নদীর কলতানে। পাখির কলকাকলিতে। নীল আকাশে। গ্রহ–তারায়। চন্দ্র–সূর্যে। এভাবে অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে দেখি। ঈশ্বরকে অনুভব করি। সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা আছি। সকল সৃষ্টির মধ্যে আমরা আছি। এজন্য সকল সৃষ্টির স্রষ্টাকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। আমাদের ভালোবাসতে হবে। কিন্তু কেমন করে ভালোবাসব? তাঁকে তো দেখা যায় না।

একটা উপায় আছে। সৃষ্টিকে ভালোবাসলে তাঁকে ভালোবাসা হয়। সৃষ্টিকে ভালোবাসলে তিনি খুশি হন। আমরা সকল মানুষকে ভালোবাসব। আমরা সকল জীব–জন্তুকে ভালোবাসব। আমরা গাছপালার পরিচর্যা করব। এভাবেই হবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন –

জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানুষের নৈতিক ধর্ম, নৈতিক গুণ। সকলকে ভালোবেসে আমরা নৈতিক শিক্ষা অর্জন করব। সকলকে ভালোবেসে আমরা নৈতিক শিক্ষায় শক্তিমান হব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠের ভিত্তিতে এবং নানা উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর সব কিছুর স্রষ্টা। আমরা তাঁর অধীন। সর্বশক্তিমান জেনে তাঁকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। এ জন্য তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখতে হবে। তাঁর সৃষ্ট সব কিছুকে ভালোবাসলেই তাঁকে ভালোবাসা হবে। এ জন্য মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা সবকিছুকে আমরা ভালোবাসব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে জানবেন যে তারা বাড়িতে পশু-পাখি, গাছপালার পরিচর্যা করে কি না। তিনি তাদের পশু-পাখি গাছপালার পরিচর্যায় উৎসাহিত করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে বিবেকানন্দের বাণীটি ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের আরও বোঝাবেন যে মানুষসহ গাছপালা, পশু-পাখিকে ভালোবাসা মানুষের একটি বড় গুণ, একটি নৈতিক শিক্ষা। তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পশু-পাখি ও গাছপালার পরিচর্যা করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ অবলম্বনে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে এবং শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের মূল্যায়ন করবেন। তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) সবকিছুর স্রষ্টা কে?
(খ) কে সর্বশক্তিমান?
(গ) ঈশ্বর কীভাবে খুশি হন?
(ঘ) মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালাকে কেন ভালোবাসতে হবে?
(ঙ) মানুষের একটি নৈতিক শিক্ষার কথা বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
দেব-দেবী

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ও দুর্গা সম্পর্কে বলতে পারবে এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ কয়েকজন দেব-দেবীর নাম বলতে পারবে।
২.১.২ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ও দুর্গা সম্পর্কে বলতে পারবে।
২.১.৩ দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩টি

পাঠ-১

শিখনফল

২.১.১ কয়েকজন দেব-দেবীর নাম বলতে পারবে।
২.১.২ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ও দুর্গা সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : দেব-দেবীর ছবি ও প্রতিমা।

বিষয়বস্তু

জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার। তবে তিনি সাকারও হতে পারেন। তিনি অনেক রূপ ধারণ করতে পারেন। দেব-দেবীরা ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। বিভিন্ন রূপে তিনি বিভিন্ন কাজ করেন। ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টি করেন। বিষ্ণুরূপে পালন করেন। শিবরূপে ধ্বংস করেন। এই তিনজন অন্যতম দেবতা। এছাড়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ও দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবী আছেন।

দেব-দেবীরা আমাদের মঙ্গল করেন। লক্ষ্মী আমাদের ধন-সম্পদ দান করেন। সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যা দান করেন। দুর্গা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এজন্য আমরা তাঁদের স্মরণ করি। তাঁদের স্মরণ করার একটি উপায় পূজা। আমরা দেব-দেবীর পূজা করি। তাঁদের কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই। তাঁদের প্রশংসা করি। তাঁদের গুণগান করি। পূজায় দেবতারা সন্তুষ্ট হন। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে আমাদের মঙ্গল হয়।

এখানে কয়েকজন দেব-দেবীর বর্ণনা দেওয়া হলো:

লক্ষ্মীদেবী

লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। তাঁর বর্ণ গৌর। বাহন পেঁচা। তাঁর এক হাতে থাকে ধনভাণ্ড। আর এক হাতে থাকে বরাভয়। বাঙালি হিন্দুদের ঘরে লক্ষ্মীর আসন থাকে। লক্ষ্মীপূজা করলে ধন-সম্পদ পাওয়া যায়। প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। দুর্গাপূজার পরে পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মী দেবীর বিশেষ পূজা হয়। এর নাম কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। এ সময় সারা রাত জেগে থাকতে হয়।

লক্ষ্মী দেবী

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে উল্লিখিত দেব-দেবীর ছবি টাঙাবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের কাছে দেবতার নাম জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। ভুল হলে শিক্ষক শুদ্ধ করে দেবেন। দেব-দেবীরা ঈশ্বরেরই সাকার রূপের প্রকাশ তা বোঝাবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাদের বাড়িতে কোনো দেবতার ছবি আছে কি না। থাকলে তা কোন দেবতার ছবি বা প্রতিমা জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাঁদের প্রতিদিন প্রণাম করে কি না তাও জিজ্ঞাসা করবেন। দেবতাদের ছবিকে যে প্রণাম করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে দেব-দেবীকে শ্রদ্ধা করতে উদ্বুদ্ধ হয় তার জন্য সচেষ্ট হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিভিন্ন দেব- দেবীর ছবি এবং ছোট প্রতিমা সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেব-দেবী সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

(ক) ঈশ্বরের সাকার রূপ কি?
(খ) ব্রহ্মারূপে তিনি কী করেন?
(গ) দেবতারা আমাদের কী করেন?
(ঘ) কী করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন?
(ঙ) লক্ষ্মী আমাদের কী দান করেন?
(চ) লক্ষ্মীর বাহন কে? ইত্যাদি।

পাঠ-২

শিখনফল

২.১.২ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ও দুর্গা সম্পর্কে বলতে পারবে।
২.১.৩ দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

উল্লিখিত দেব-দেবীর ছবি বা প্রতিমা।

বিষয়বস্তু

সরস্বতী

সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী। তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি। তিনি শ্বেতবর্ণা। শ্বেত হংস তাঁর বাহন। তাঁর এক হাতে থাকে বীণা। আর এক হাতে থাকে পস্তকু। হাতে বীণা থাকায় তাঁকে বীণাপাণি বলা হয়। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়। তিনি আমাদের জ্ঞান ও বিদ্যা দান করেন।

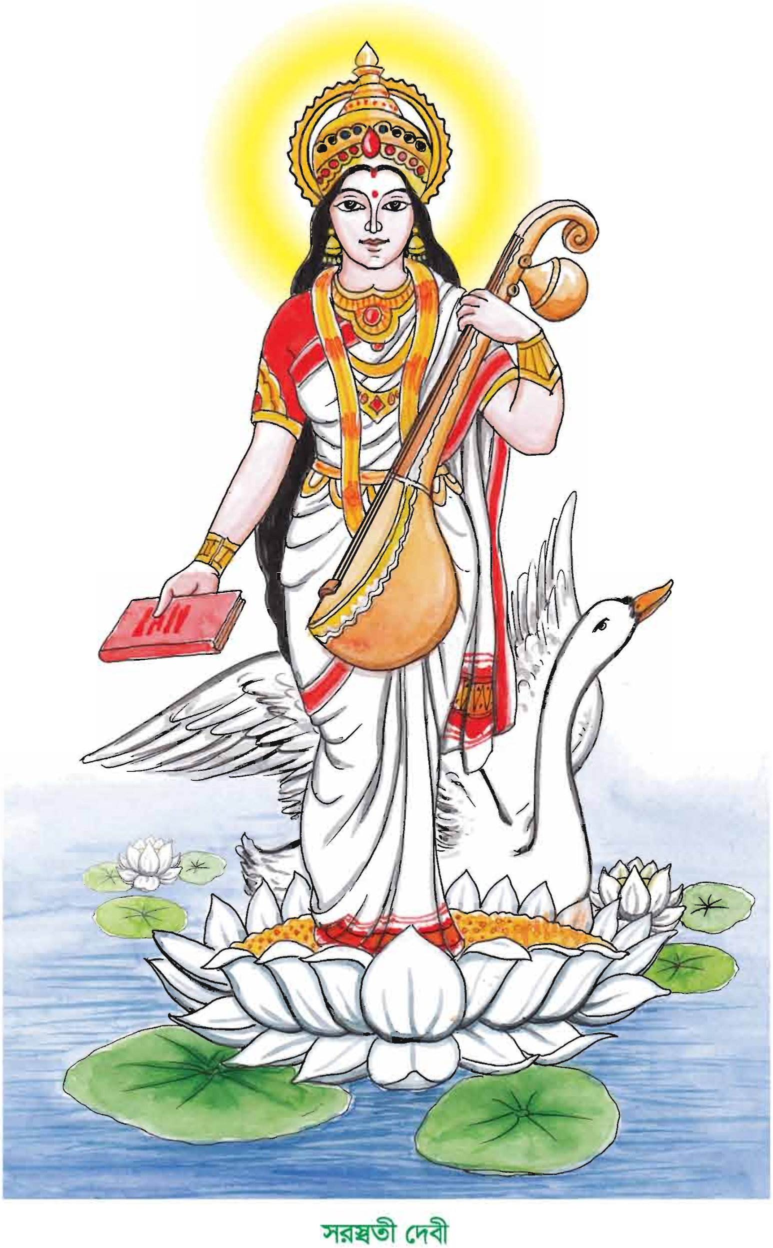

সরস্বতী দেবী

কার্ত্তিক

কার্ত্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তাঁর গায়ের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর বাম হাতে ধনুক। ডান হাতে তীর। ময়ূর তাঁর বাহন। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি বা শেষ দিনে কার্ত্তিক পূজা করা হয়। তিনি দেখতে খুবই সুন্দর।

কার্ত্তিক দেবতা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে সরস্বতী ও কার্ত্তিক দেবতার ছবি টাঙাবেন। তারপর তাঁদের নাম ও পরিচয় শিশুদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন। তিনি পাঠ্যাংশের ভিত্তিতে সরস্বতী ও কার্ত্তিক সম্পর্কে বিস্তৃত বলবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি পাঠটিকে আকর্ষণীয় করবেন এবং দেবতাদের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

সরস্বতী ও কার্ত্তিক দেবতার ছবি বা ছোট প্রতিমা সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেনঃ

(ক) বিদ্যার দেবী কে?
(খ) দেবসেনাপতির নাম কী?
(গ) সরস্বতীর হাতে কী আছে?
(ঘ) কার্ত্তিকের হাতে কী আছে? – ইত্যাদি

পাঠ–৩

শিখনফল

২.১.২ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ও দুর্গা সম্পর্কে বলতে পারবে।
২.১.৩ দেব– দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

গণেশ ও দুর্গা দেবতার ছবি বা প্রতিমা ।

বিষয়বস্তু

গণেশ

গণেশ সিদ্ধিদাতা। অর্থাৎ তিনি কাজে সফলতা দেন। গণেশের চারটি হাত। চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মফুল। ইঁদুর তাঁর বাহন। তাঁর মস্তক দেখতে হাতির মতো। গায়ের বর্ণ রক্তিম। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে তাঁর পূজা হয়। সাধারণত ব্যবসায়ীরা পূজা করে। তাঁর আর একটি নাম গণপতি।

গণেশ দেবতা

দুর্গা দেবী

দুর্গা শক্তির দেবী। তিনি দুর্গতি নাশ করেন। এজন্য তাঁর নাম দুর্গা। দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো। তাঁর দশ হাত। এজন্য তাঁকে দশভুজা বলা হয়। দশ হাতে আছে দশটি অস্ত্র। সিংহ তাঁর বাহন। শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। দুর্গাপূজা আমাদের বৃহৎ উৎসব।

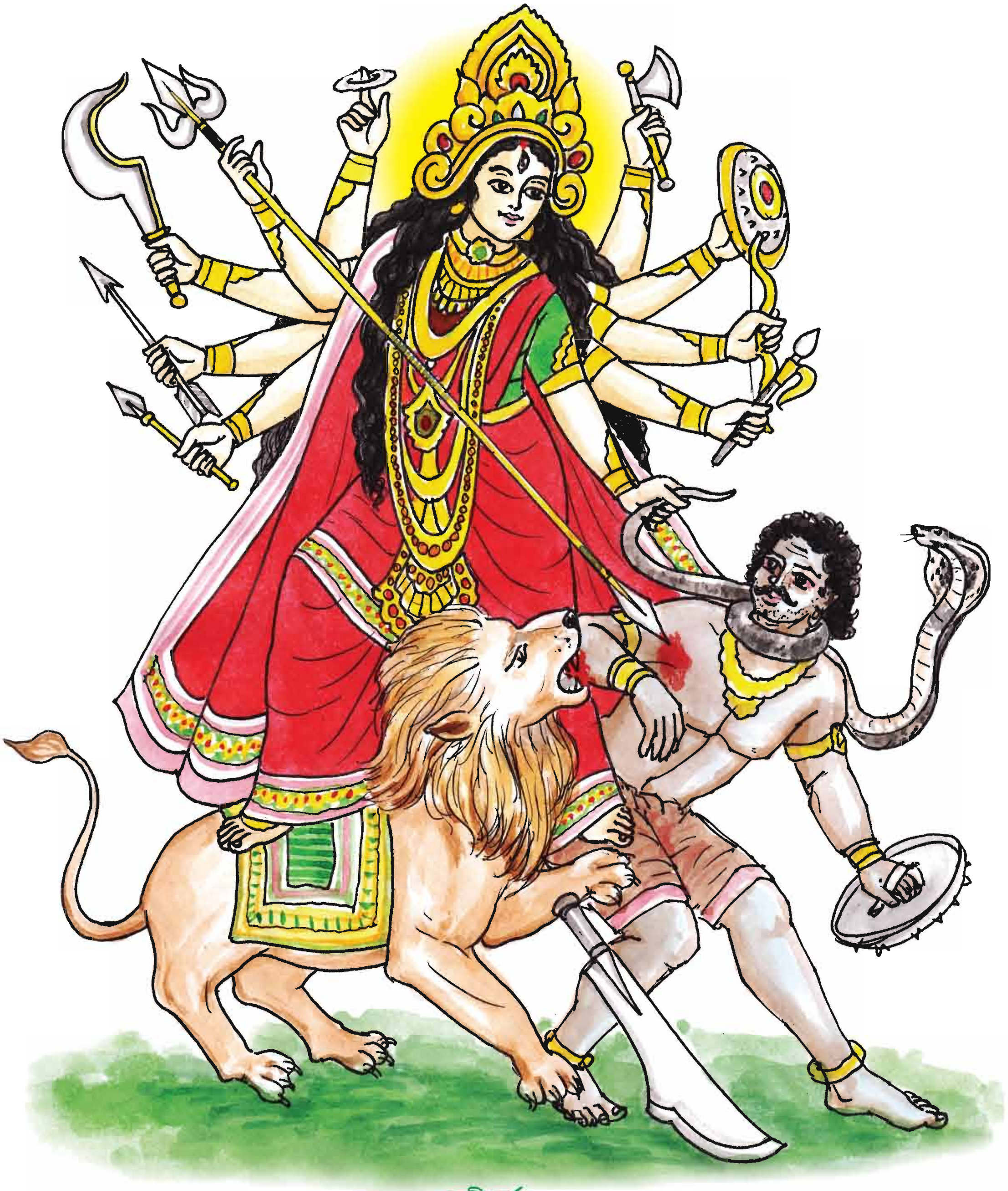

দেবী দুর্গা

সরস্বতী দেবী বিদ্যা দেন। দেবতা কার্ত্তিক দেন সাহস। দেবতা গণেশ দেন কাজে সফলতা। দেবী দূর্গা দেন শক্তি। এভাবে সব দেব-দেবী আমাদের মঙ্গল করেন। তাই আমরা দেব-দেবীদের শ্রদ্ধা করব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠ অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে উল্লিখিত দেব দেবীর ছবি টাঙাবেন। শিক্ষার্থীদের তিনি ঐ ছবি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে দেবতার পরিচয় জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা ভুল করলে শিক্ষক শুদ্ধ করে দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন তাদের বাড়িতে বা বাসায় গণেশ এবং দুর্গার ছবি বা প্রতিমা আছে কি না। দুর্গাপূজার সময় মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা দেখেছে কি না? ইত্যাদি । গণেশ এবং দুর্গার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তিনি উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

গণেশ ও দুর্গাার ছবি বা প্রতিমা সংগ্রহ করবে। সম্ভব হলে শিক্ষক বা অভিভাবকের সঙ্গে মন্দিরে যাবে, পূজা দেখবে এবং দেবতাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন :

(ক) সিদ্ধিদাতা কে?
(খ) গণেশের বাহন কে?
(গ) গণেশের হাতে কী আছে?
(ঘ) দুর্গা কিসের দেবী?
(ঙ) দুর্গার কয়টি হাত?
(চ) দুর্গার গায়ের রং কীরূপ?
(ছ) দুর্গার বাহন কে?
(জ) কখন দুর্গাপূজা করা হয়?
(ঝ) আমরা দেব-দেবীদের শ্রদ্ধা করব কেন?

তৃতীয় অধ্যায়
মহাপুরুষ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ দুইজন মহাপুরুষ সম্পর্কে বলতে পারবে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

শিখনফল

৩.১.১ মহাপুরুষ বলতে কাদের বোঝায় তা বলতে পারবে।
৩.১.২ দুইজন মহাপুরুষ সম্পর্কে বলতে পারবে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

পাঠ বিভাজন : ২টি

পাঠ –১

শিখনফল

৩.১.১ মহাপুরুষ বলতে কাদের বোঝায় তা বলতে পারবে।

উপকরণ
বিষয়বস্তুতে বর্ণিত মহাপুরুষসহ আরও কয়েকজন মহাপুরুষের ছবি।

বিষয়বস্তু

মানুষ সামাজিক জীব। সে সবসময় নিজের কথা ভাবে। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন, যারা শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। তাঁরা সকলের কথা ভাবেন। কীভাবে সমাজ ও দেশের মঙ্গল হবে সে বিষয়ে চিন্তা করেন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তাঁরা অন্যের উপকার করে থাকেন। মহৎ গুণের অধিকারী এরূপ মানুষকে মহাপুরুষ বলে। সাধারণ মানুষ চিরকাল তাঁদের স্মরণ করে। তাঁদের অনুসরণ করে মানুষ ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এঁরা সকলেই মহাপুরুষ। জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। মহাপুরুষের জীবনী পড়লে ও তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করলে নৈতিক শক্তির বৃদ্ধি হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে উল্লিখিত মহাপুরুষদের ছবি দেয়ালে টাঙাবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ছবি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানবেন যে, শিক্ষার্থীরা ছবিটি চেনে কি না। তাদের বাড়িতে এরূপ কোনো ছবি আছে কি না জিজ্ঞাসা করবেন। এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের মহাপুরুষ কাকে বলে, এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবেন। মহাপুরুষদের মতো ভালো কাজ করতে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিভিন্ন মহাপুরুষের ছবি সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করার জন্য প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। এ বিষয়ে তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

(ক) মহাপুরুষ কাকে বলে?
(খ) মহাপুরুষের জীবনী পড়লে কী হয়?
(গ) কয়েকজন মহাপুরুষের নাম বল?

পাঠ – ২

শিখনফল

৩.১.২ দুইজন মহাপুরুষ সম্পর্কে বলতে পারবে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

উপকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি।

বিষয়বস্তু

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮-ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

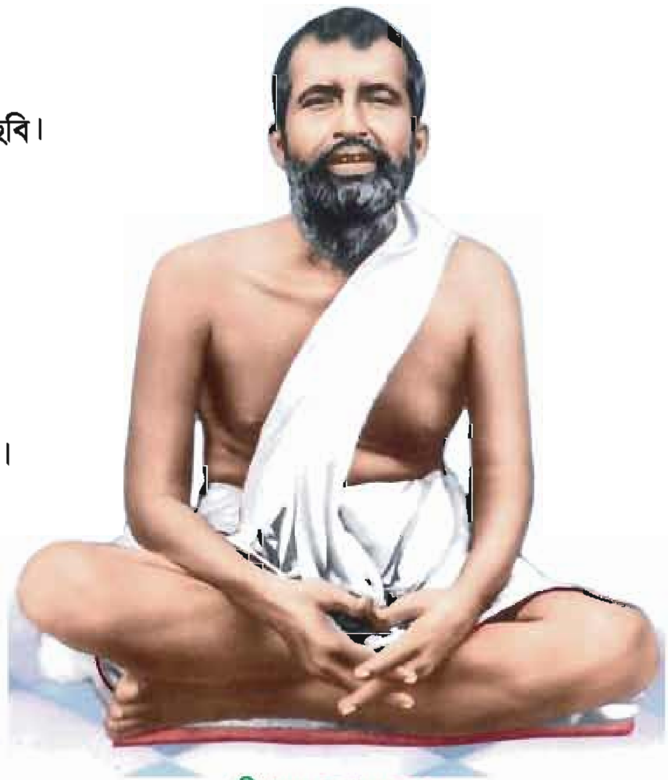

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে তাঁরা বাস করতেন। শিশুকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর। শ্রীরামকৃষ্ণের দাদার নাম রামকুমার। পিতার মৃত্যুর পর রামকুমার কলকাতায় আসেন। গদাধরও তাঁর সঙ্গে আসেন। কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে তিনি কালীমন্দিরে পুরোহিতের কাজ নেন। গদাধর ভাইয়ের সঙ্গে সেখানেই রইলেন। এখানেই গদাধরের সাধন জীবন শুরু হয়।

সারদা দেবীর সঙ্গে গদাধরের বিয়ে হয়। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিক্ষ ভৈরবীর নিকট দীক্ষা নেন। তান্ত্রিক সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। পরে তিনি সন্ন্যাসী তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন। তোতাপুরী তাঁর নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তিনি দেহ ত্যাগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্ম ও সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, 'যত মত তত পথ।'

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম ছিল নরেন্দ্র। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। বিবেকানন্দের ছেলেবেলার নাম ছিল বীরেশ্বর। সবাই তাঁকে 'বিলে' বলে ডাকত। বিলে ছিল খুব দুরন্ত আর একরোখা। যা বলত তাই করে ছাড়ত। লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল। লেখাপড়ার মত খেলাধুলা, গান–বাজনাতেও খুব ভালো ছিল। যেমন ছিল সত্যবাদী, তেমনই ছিল নির্ভীক। অল্প বয়সে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। লোকে তাঁকে স্বামীজী বলেও ডাকত। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে তিনি ঢাকায় এসে বক্তৃতা দেন।

তিনি সকল মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন। সকল জীবকে ভালোবাসতে বলেছেন। জীবের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে দেখতে বলেছেন।

তাঁর বিখ্যাত বাণী –

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি
কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় আলোচ্য মহাপুরুষের ছবি দেয়ালে টাঙাবেন। শিক্ষার্থীদের ছবি দেখিয়ে নাম বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বলবে। ভুল বললে শিক্ষক তা শুদ্ধ করে দেবেন। শিক্ষক একাধিক ছবি দেখিয়ে তাঁদের নাম জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তাদের বাড়িতে কোনো মহাপুরুষের ছবি আছে কি না তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কোনটি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ও কোনটি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখাতে বলতে পারেন। শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী করে ধারণা দেবেন এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

প্রতি পাঠের শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান যাচাই করার জন্য তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(খ) তাঁর পিতার নাম কী?
(গ) তাঁর স্ত্রীর নাম কী?
(ঘ) স্বামী বিবেকানন্দ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ঙ) তিনি কত সালে ঢাকা আসেন?
(চ) তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে কোন সম্মেলনে যোগ দেন?
(ছ) স্বামী বিবেকানন্দ কার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে বলেছেন?

ধর্মগ্রন্থ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.২ শিক্ষার্থী ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে তা বলতে পারবে এবং ধর্মগ্রন্থ হিসেবে রামায়ণ ও মহাভারতের নাম বলতে পারবে ও শ্রদ্ধাশীল হবে।

শিখনফল

৩.২.১ ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৩.২.২ দুইটি ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।
৩.২.৩ ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

পাঠ বিভাজন : ২টি

পাঠ –১

ধর্মগ্রন্থ

শিখনফল

৩.২.১ ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৩.২.২ দুইটি ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ।

বিষয়বস্তু

যে পুস্তকে ধর্মের কথা থাকে তাই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থে থাকে নৈতিক শিক্ষা ও ভালো হওয়ার কথা। চরিত্র গঠনের কথা। থাকে ঈশ্বরের বাণী। থাকে ধর্মাচরণের কথা। তাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের মঙ্গল হয়। এতে থাকে উপদেশ। অনেক সময় গল্পের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়। আমাদের অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। এছাড়া আছে রামায়ণ মহাভারত। এ দুটি ধর্মগ্রন্থ খুবই জনপ্রিয়। এতে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা আছে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা উচিত। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে নৈতিক উন্নতি হয়।

নিয়মিত রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করতে হবে। অন্য ধর্মগ্রন্থও পাঠ করতে হবে। ধর্মগ্রন্থ পাঠে আমাদের মঙ্গল হয়। ধর্মগ্রন্থ থেকে ন্যায়–অন্যায় বোঝা যায়। ধর্মগ্রন্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তে হয়। ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এতে আমাদের নৈতিকতা বৃদ্ধি পাবে।

রামায়ণ

রামের জীবন কাহিনী নিয়ে রামায়ণ রচিত। বাল্মীকি এটি রচনা করেন। মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণে আছে আদর্শ রাজার কথা।
রামায়ণ সাত কাণ্ডে বিভক্ত।

অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর তিন রানি– কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। সুমিত্রার দুই পুত্র–লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

রাম–লক্ষ্মণ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন খুব সাহসী। তাঁরা তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। রাম হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করেন। সীতা মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। দশরথের পর রাম রাজা হবেন।

সকলেই খুব আনন্দিত। কারণ রামকে সবাই ভালোবাসে। তাঁর ব্যবহারে সকলেই খুশি। কিন্তু পিতৃসত্য পালনে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হয়। তিনি হাসিমুখে বনে যান। সঙ্গে যান সীতা ও লক্ষ্মণ। সবাই কেঁদে বুক ভাসায়। রাজ্যে নেমে আসে হাহাকার। দশরথ রামের শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ

রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। পাতার কুটিরে বাস করেন। একদিন সীতা একা কুটিরে ছিলেন। এ সুযোগে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে। রাম সাগরে সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় যান। সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাবণ রামের হাতে নিহত হয়। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে আসেন। রাম রাজা হন। রাজ্যের সবাই সুখী। কিন্তু সীতাকে পুনরায় বনে যেতে হয়। সেখানে সীতার দুই পুত্র জন্মে। তাদের নাম কুশ ও লব। কুশ ও লবের তখন বারো বছর বয়স। সীতাসহ তাঁদের অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর সীতা পাতালে প্রবেশ করেন। রামচন্দ্র খুব দুঃখ পেলেন। কেটে গেল অনেক বছর। কুশ–লব রাজা হলো। রামচন্দ্র স্বর্গে গমন করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ দেখাবেন। রামায়ণের বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করে দেখাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন তাদের বাড়িতে রামায়ণ ধর্মগ্রন্থ আছে কি না। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ তারা দেখেছে কি না। তাদের বাড়িতে ধর্মগ্রন্থ পড়া হয় কি না ইত্যাদি।

পরিকল্পিত কাজ

রামায়ণ ও রামায়ণের কাহিনীমূলক বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

(ক) ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে?
(খ) ধর্মগ্রন্থে কী থাকে?
(গ) দুইটি ধর্মগ্রন্থের নাম বল?
(ঘ) অযোধ্যার রাজা কে ছিলেন?
(ঙ) তাঁর কয়জন রানি ছিল?
(চ) রাম কত বছরের জন্য বনে যান?
(ছ) কে সীতাকে হরণ করে?
(জ) রাবণ কোথাকার রাজা?
(ঝ) রাম কার সাথে যুদ্ধ করেন?
(ঞ) কুশ ও লব কে? – ইত্যাদি

পাঠ –২

শিখনফল

৩.২.২ দুইটি ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।
৩.২.৩ ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

উপকরণ

মহাভারত ও মহাভারতের ছবি।

বিষয়বস্তু

মহাভারত

দুর্যোধন ও ভীমের গদাযুদ্ধ

ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কাশীরাম দাস বাংলায় মহাভারত রচনা করেন। এর মূল ঘটনা কৌরব ও পান্ডবদের যুদ্ধ। মহাভারতে ১৮টি পর্ব আছে। পুরাকালে হস্তিনাপুরে শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি কুরু বংশের রাজা। তাঁর প্রথম স্ত্রী গঙ্গা। তাঁর পুত্র ভীষ্ম। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সত্যবতী। তাঁর দুই পুত্র। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র–ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাই ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত ছেলে। দুর্যোধন সকলের বড়। তাঁরা কৌরব নামে পরিচিত। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র– যুধিষ্ঠির, ভীম,

অর্জুন, নকুল ও সহদেব। তাঁরা পাণ্ডব নামে পরিচিত। কৌরবেরা ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। আর পাণ্ডবেরা ছিল খুবই ভদ্র আর ধার্মিক।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির যুবরাজ হন। কিন্তু কৌরবেরা তা মেনে নেয়নি। তারা পাণ্ডবদের মেরে ফেলতে চায়। এ কারণে রাজ্য ভাগ করা হয়। যুধিষ্ঠির এক অংশের রাজা হন। তাঁর রাজধানীর নাম হয় ইন্দ্রপ্রস্থ। সকলে পাণ্ডবদের প্রশংসা করে। প্রজারা সুখে দিন কাটায়। কিন্তু দুর্যোধনের এটা সহ্য হলো না। কৌরবেরা কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়। এর ফলে পাণ্ডবদের বনে যেতে হয়। মোট তেরো বছরের বনবাস। এর মধ্যে শেষ বছর ছিল অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাত বাসের সময় কেউ তাদের চিনতে পারলে আবার বারো বছর বনবাসে থাকতে হবে। বনবাস শেষে তারা রাজ্য ফিরে পাবে। তেরো বছর পর পাণ্ডবেরা ফিরে আসে। তাদের রাজ্য দাবি করে। কিন্তু দুর্যোধন রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। এ নিয়ে দুইপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে থাকেন। কারণ তাঁরা ছিলেন ধর্ম ও ন্যায়ের পক্ষে। কৌরবেরা ছিলেন অধর্ম আর অন্যায়ের পক্ষে। কুরুক্ষেত্রে দুইপক্ষের যুদ্ধ হয়। হাজার হাজার লোক নিহত হয়। এ যুদ্ধে কৌরবেরা সকলেই মারা যায়। যুধিষ্ঠির সমগ্র রাজ্যের রাজা হন। রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে। প্রজারা সুখে কাল কাটায়। দীর্ঘকাল যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেন। এরপর পৌত্র পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার তুলে দেন। পাণ্ডবেরা স্বর্গে চলে যান। মহাভারত এখানে শেষ হয়। ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত থেকে আমরা নৈতিক শিক্ষা পা । এজন্য আমরা ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন। মহাভারতের কাহিনী আকর্ষণীয় ভাবে বলবেন। কুরু পাণ্ডবদের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রধান শিক্ষা হলো ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়। এটি শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন। ধর্মগ্রন্থ আমাদের নৈতিক শিক্ষা দেয়। ধর্মগ্রন্থের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তা শিক্ষক বোঝাতে সচেষ্ট হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

মহাভারত ও মহাভারতের কাহিনী ভিত্তিক ছবি সংগ্রহ করবে

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

(ক) মহাভারত কে রচনা করেন?
(খ) দুর্যোধন কার পুত্র?
(গ) পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের নাম বল।
(ঘ) কৌরবেরা কত ভাই ছিল?
(ঙ) শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাদের পক্ষে ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
সম্প্রীতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ সকলের সঙ্গে সদ্ভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা প্রদর্শন করার গুরত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে এবং নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে পারবে।

শিখনফল

৪.১.১ সকল সহপাঠী এবং বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলা করতে পারবে।
৪.১.২ সকল সহপাঠী ও বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে আগ্রহী হবে।
৪.১.৩ সদ্ভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২টি

পাঠ – ১

শিখনফল

৪.১.১ সকল সহপাঠী এবং বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলা করতে পারবে।
৪.১.২ সকল সহপাঠী ও বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে আগ্রহী হবে।

উপকরণ

সম্প্রীতিবোধক শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার কোনো ছবি।

বিষয়বস্তু

একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা হলো সম্প্রীতি। পরস্পরকে ভালোবাসা । একসঙ্গে থাকতে হবে। একসঙ্গে পড়ালেখা করতে হবে। একসঙ্গে খেলাধুলা করতে হবে। সবাইকে ভালোবাসতে হবে। একসঙ্গে থাকা, খাওয়া, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির প্রকাশ হয়। সহপাঠী ও বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। কারও সঙ্গে ঝগড়া করা ঠিক নয়। কারও সঙ্গে মারামারি করা ঠিক নয়। সহপাঠীদের মধ্যে ধনী–গরিব আছে। বন্ধু–বান্ধবদের মধ্যে ধনী–গরিব আছে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী আছে। কিন্তু আমাদের পরিচয় আমরা সহপাঠী। আমরা পরস্পরের বন্ধু। একের দুঃখে আমরা দুঃখী হব। একের সুখে আমরা সুখী হব। একজন আর একজনকে সাহায্য করব। এভাবে আমাদের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি হবে। আমরা ভালো থাকব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর পাঠের ভিত্তিতে সম্প্রীতি বলতে কী বোঝায় তা আকর্ষণীয়ভাবে বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নানাভাবে প্রশ্ন করে জেনে নেবেন, তারা একসঙ্গে খেলাধুলা করে কি না। একসঙ্গে খাওয়া–দাওয়া করে কি না। তারা তাদের বন্ধুদের ভালোবাসে কি না। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে কি না। উত্তর শুনে তিনি শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বুঝবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

একসঙ্গে খাওয়া–দাওয়া করা। একসঙ্গে খেলাধুলা করা। একসঙ্গে কোনো অনুষ্ঠান দেখা।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে খেলাধুলা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ লক্ষ করে তাদের মূল্যায়ন করবেন। নির্ধারিত পাঠের ভিত্তিতে তিনি শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্ন করতে পারেন। শিক্ষকের সার্বিক প্রচেষ্টা থাকবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব জাগিয়ে তোলা।

পাঠ– ২

শিখনফল

৪.১.৩ সদ্ভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

উপকরণ

পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রকাশক কোনো ছবি ।

বিষয়বস্তু

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ থেকে আলাদা হয়ে কেউ থাকতে পারে না। একজনকে আর একজনের সাহায্য নিতে হয়। পারস্পরিক সাহায্য নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। নিজের মধ্যে ভেদবুদ্ধি রাখা চলবে না। ভাবতে হবে সকল মানুষ সমান। সকল মানুষ ভাই ভাই। সকল মানুষকে মিলেমিশে থাকতে হবে। এই সুন্দর ভাবনার জন্য মানুষ অন্য জীব থেকে আলাদা। মিলেমিশে থাকার জন্য মানুষের আচরণ ভালো হতে হবে। ভালো আচরণ বা ভালো ব্যবহার হলো সদ্ভাব। সবার সঙ্গে সদ্ভাব দেখাতে হবে। সবার প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে। ভাই ভাই ভাব হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। নিজের ভাইয়ের প্রতি যে ভালোবাসা অন্যের প্রতি সেই ভালোবাসা। সবাইকে ভালোবাসতে হবে। সদ্ভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা থাকলে সমাজ সুন্দর হবে। আমাদের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রীতি মানুষের একটি নৈতিক গুণ। সম্প্রীতির শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা। সদ্ভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে আমাদের নৈতিক শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন যে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ হওয়ার জন্য মানুষ অন্য সকল জীব থেকে আলাদা। কোনো মানুষের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচা সম্ভব নয়। সে একা বাঁচতে পারে না। একসঙ্গে থেকে বাঁচতে হবে। একসঙ্গে থাকার জন্যই প্রয়োজন সম্প্রীতির। সম্প্রীতির জন্য একে অপরকে ভালোবাসতে হবে। কোনো বিদ্বেষ বা ঘৃণা থাকা চলবে না। পারস্পরিক সদ্ভাব বা ভ্রাতৃত্ববোধ থাকতে হবে। এই সদ্ভাব বা ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশের উপায় হলো একসঙ্গে খেলাধুলা করা। একসঙ্গে খাওয়া–দাওয়া করা। একসঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান দেখা। শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা বুঝবেন এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

একসঙ্গে খেলাধুলা করা। একসঙ্গে কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা অথবা অনুষ্ঠান দেখা।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গেও শিক্ষার্থীর আচরণ সম্পর্কে কথা বলবেন। তারপর বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। মানুষ কী ধরনের জীব, অন্য জীব থেকে মানুষ কেনো আলাদা, একসঙ্গে থাকতে গেলে মানুষকে কী করতে হবে, ভ্রাতৃত্ববোধ বলতে কী বোঝায় ইত্যাদি প্রশ্ন করতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়
অগ্রাধিকার

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবে এবং নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ১টি

শিখনফল

৫.১.১ অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।
৫.১.২ অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদাহরণ দিতে পারবে।
৫.১.৩ সহপাঠীসহ সকলের সঙ্গে এমন আচরণ করবে যাতে তারা প্রয়োজনানুযায়ী অগ্রাধিকার পায়।

উপকরণ

লাইনের প্রথমে প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, রুগ্ন ব্যক্তি আছেন এরুপ কোনো ছবি।

বিষয়বস্তু

অগ্রে মানে আগে বা প্রথমে। অগ্রে অধিকার দেওয়াকে বলে অগ্রাধিকার। এই অধিকারের বিষয়টি কেবল মানুষের আছে। কোনো জীবজন্তুর নেই। সেখানে যার যত শক্তি তার তত অধিকার। ক্ষুধা লাগলে তারা কেড়ে খাবে। অন্যের খাওয়ার কথা ভাবে না। কোনো জায়গায় থাকতে চাইলে জোর করে থাকবে। অন্যকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মানুষ এরূপ করবে না। যে করবে সে অমানুষ। যার বেশি ক্ষুধা পেয়েছে তাকে আগে খেতে দিতে হবে। যার থাকার জায়গা নেই তাকে থাকতে দিতে হবে।

আমাদের সমাজে অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তি আছেন। অনেক দুর্বল ব্যক্তি আছেন। অনেক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন। যে কোনো কাজে বৃদ্ধদের আগে অধিকার দিতে হবে। দুর্বল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সবার আগে অধিকার দিতে হবে। একে বলা হয় অগ্রাধিকার। এর মাধ্যমে বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। দুর্বল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শিত হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য অনেকে দীর্ঘ লাইন দিয়েছে। এই লাইনে কোনো বৃদ্ধ আছেন। কোনো রুগ্ন ব্যক্তি আছেন। কোনো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আছেন। হাঁটতে অক্ষম কোনো ব্যক্তি আছেন। এখন সবার একটা কর্তব্য করতে হবে। বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, হাঁটতে অক্ষম ব্যক্তিদের লাইনের আগে নিয়ে যেতে হবে। সবার আগে তাঁদের অধিকার দিতে হবে। এটাই অগ্রাধিকার। সহপাঠীদের মধ্যে যারা দুর্বল, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি আছে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সময় তাদের আগে যেতে দিতে হবে। তাদের আগে বসার আসন

দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরনোর সময় তাদের আগে বেরতে দিতে হবে। অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়। সহমর্মিতা দেখানো হয়। অগ্রাধিকার ধর্মের অঙ্গ। অগ্রাধিকার একটি মানবিক গুণ। নৈতিক গুণ। অগ্রাধিকারের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার বিকাশ হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে পাঠের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন। অগ্রাধিকার যে একটি মানবিক গুণ ও নৈতিক গুণ তা বিশেষ ভাবে বলবেন। অগ্রাধিকারের মাধ্যমে সমাজে সুস্থতা থাকে, সমাজে শৃঙ্খলা থাকে। এই অগ্রাধিকার গুণের মাধ্যমে মনুষ্যসমাজ যে পশুসমাজ থেকে আলাদা এটা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানবেন, তারা তাদের সহপাঠী এবং সমাজের অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দেয় কি না।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থী কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে যথাযোগ্য জনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুশীলন করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের ভিত্তিতে নানাবিধ প্রশ্ন করে এবং বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) অগ্রাধিকার বলতে কী বোঝায়?

(খ) পশুসমাজে কি অগ্রাধিকার আছে?

(গ) অগ্রাধিকার কি একটি মানবিক গুণ?

(ঘ) একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কীভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে?

(ঙ) অগ্রাধিকারের মাধ্যমে কি নৈতিক শিক্ষার বিকাশ হয়?

ষষ্ঠ অধ্যায়
সততা ও সত্যবাদিতা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলতে পারবে ও নিজ আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

শিখনফল

৬.১.১ সততা ও সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
৬.১.২ আচরণে সততা ও সত্যবাদিতার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২টি

পাঠ –১

শিখনফল

৬.১.১ সততা ও সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।

উপকরণ

সততা ও সত্যবাদিতার গল্প সম্পর্কিত কোনো ছবি বা ফটো।

সততা

বিষয়বস্তু

সৎ থাকার গুণকে বলে সততা। সৎপথে থাকতে হবে। সৎ জীবন যাপন করতে হবে। এসব আচরণই সততা। সততা ভালো মানুষের গুণ। সততা ধার্মিকের গুণ। সততা ধর্মের অঙ্গ। সৎ মানুষকে সবাই ভালোবাসে। সৎ মানুষকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

সত্য কথা বলাকে বলা হয় সত্যবাদিতা। যে সত্য কথা বলে সে সত্যবাদী। সত্যবাদীর গুণ সত্যবাদিতা। সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে। সত্যবাদীকে সবাই শ্রদ্ধা করে। সত্যবাদীকে ঈশ্বরও ভালোবাসেন। মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। সব সময় সত্য কথা বলতে হবে। সত্যের জয় হয়। ‘সত্যমেব জয়তে’।

সততা ও সত্যবাদিতা ধর্মের অঙ্গ। সততা ও সত্যবাদিতা মানুষের অনেক বড় গুণ। এটা নৈতিক গুণ। নৈতিক শিক্ষার অঙ্গ। সততা ও সত্যবাদিতা আমাদের নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে পাঠটি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। তিনি সততা ও সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝায় তা নানা দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কে সত্যকথা বলে, কে সত্যকথা বলে না তা তিনি জিজ্ঞেস করে জানবেন। তিনি সবাইকে সত্য বলতে উৎসাহিত করবেন। কেউ মিথ্যা বলে পরে স্বীকার করলে শিক্ষক তাকে শাস্তি না দিয়ে প্রশংসা করবেন। নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি পাঠটি শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করাতে সচেষ্ট হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

কোনো পরিকল্পিত কাজ নেই।

মূল্যায়ন

আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠসংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন :

(ক) সততা কাকে বলে?
(খ) সত্যবাদিতা কাকে বলে?
(গ) কাকে সবাই ভালোবাসে?
(ঘ) কাকে সবাই শ্রদ্ধা করে?
(ঙ) 'সত্যমেব জয়তে' কথাটির অর্থ কী?

পাঠ –২

শিখনফল

৬.১.২ আচরণে সততা ও সত্যবাদিতার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

উপকরণ

সত্যবাদিতার গল্প সম্পর্কিত কোনো ছবি বা ফটো।

সত্যবাদিতা

বিষয়বস্তু

আমাদের আচরণে সব সময় সততার প্রকাশ থাকতে হবে। আমাদের আচরণে সব সময় সত্যবাদিতার প্রতিফলন থাকতে হবে। আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলব না। এখন একটি সত্যবাদী বালকের গল্প বলা যাক।

অনেকদিন আগের কথা। একটি সুন্দর গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। গ্রামটি গাছ–

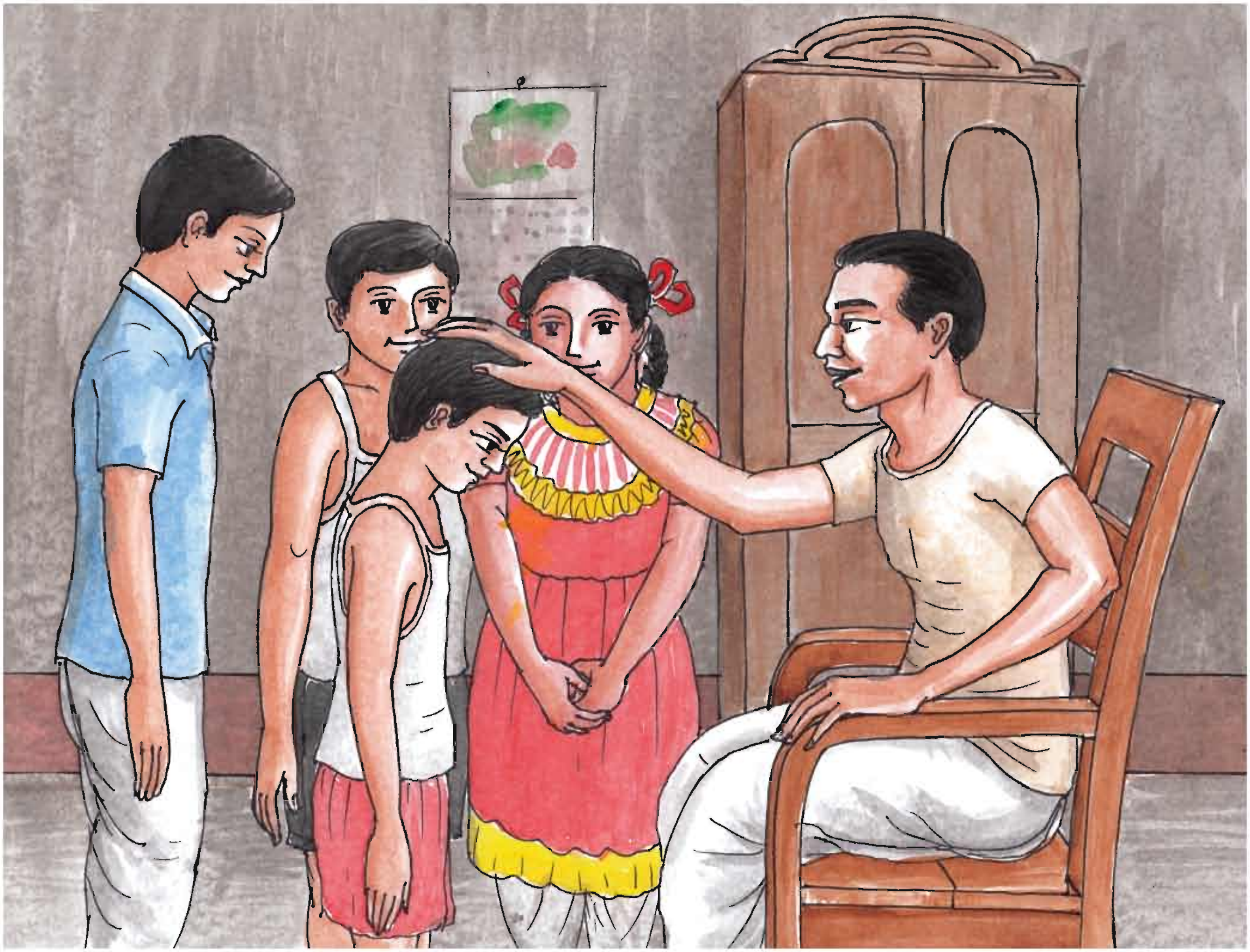

সত্যবাদিতার পুরস্কার

পালা দিয়ে ঘেরা। এই গ্রামে একজন ধনী লোকের বাস। বাড়িতে অনেক দাস-দাসী। অনেক আত্মীয়-স্বজন। বাড়িটি সবসময় লোকে ভর্তি থাকে। বাড়িতে অনেক ছেলে-মেয়ে। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির নাম অমল। অমলের বয়স তখন সাত বছর। খুবই সুন্দর দেখতে। অমল ভাই- বোনদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। একটু একটু লেখাপড়া করে। কেউ তাকে পড়ার জন্য জোর করে না। আপন মনে সে ঘুরে বেড়ায়।

তারপর একদিন। তখন বর্ষাকাল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। অমল তাদের দোতলা ঘরের বারান্দায় বসে আছে। সেখানে আর কেউ নেই। এই বারান্দায় অনেকগুলো কাপড় নাড়া আছে। শাড়ি কাপড়, ধুতি কাপড়। অমল কোথা থেকে একটি পুরনো ব্লেড পেয়েছে। সে ব্লেডটির ধার পরীক্ষা করছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি এল। সে কাপড়গুলির ওপর ধার পরীক্ষা করল। এভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে পাঁচ-ছয়টি কাপড়ের পাড় কেটে ফেলল।

সন্ধ্যার সময় জানা গেল কাটা কাপড়ের কথা। বাবা সব ছেলে–মেয়েকে ডাকলেন। তিনি খুব রাগী মানুষ। সবাই তো ভয়ে একেবারে কাঠ। সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। না জানি কার কপালে কী আছে ! কে কাপড় কেটেছে? সবাইকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বলছে – না, আমি কাপড় কাটি নি। আমি কাটি নি। এমন সময় অমল বলল, "আমি কেটেছি।" শুনে বাবা কিন্তু একটুও রাগ করলেন না। তিনি অমলকে কাছে ডাকলেন। তার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, "অমল, তুমি সত্য কথা বলেছ। তোমাকে শাস্তি দেব না। সব সময় সত্য কথা বলবে।" তিনি অমলকে পুরস্কৃত করলেন। অমল সব সময় সত্য কথা বলত। বাবার কথায় আরও উৎসাহিত হলো। অমল তার জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি। আমরাও অমলের মতো হব। সব সময় সত্য কথা বলব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক সত্যবাদী অমলের গল্পটি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে বলবেন। তারপর শিক্ষার্থীরাও শিক্ষককে অমলের গল্পটি বলবে। এভাবে শোনা ও বলার মধ্য দিয়ে নানা প্রশ্নোত্তরে পাঠটি শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে। আলোচ্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতাটি শিক্ষার্থী যাতে যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক সচেষ্ট হবেন। তিনি সব সময় শিক্ষার্থীদের সত্য বলতে উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অমল, অমলের বাবা ও অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করবে।

মূল্যায়ন

নির্ধারিত পাঠের ভিত্তিতে এবং শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি নানা প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন –

(ক) অমলের বাড়ি কোথায় ছিল?
(খ) তার বয়স কত ছিল?
(গ) অমল কী করেছিল?
(ঘ) তার বাবা কেমন মানুষ ছিলেন?
(ঙ) অমলের উত্তর শুনে তার বাবা কী বলেছিলেন?

সপ্তম অধ্যায়
স্বাস্থ্যরক্ষা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ ধর্মের সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্ক বলতে পারবে, স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং খেলাধুলা ও শরীরচর্চা অনুশীলনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখনফল

৭.১.১ স্বাস্থ্যরক্ষায় খেলাধুলা ও শরীরচর্চার উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.২ স্বাস্থ্যরক্ষা ও ধর্মের সম্পর্কের বিষয়ে বলতে পারবে।
৭.১.৩ লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করতে আগ্রহী হবে।

পাঠ বিভাজন : ১টি

উপকরণ

খেলাধুলা ও শরীরচর্চা সম্পর্কিত কোনো ছবি বা ফটো।

বিষয়বস্তু

"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।" গুরুজনেরা একথা বলেন। অনেকে বলেন। স্বাস্থ্য অর্থ এখানে শরীরের সুস্থতা। সুস্থ শরীরের কথা বলা হচ্ছে। শরীর সুস্থ থাকলে সবকিছু ভালো লাগে। সুস্থ শরীরেই সকল সুখ। অসুস্থ মানুষের মনে সুখ থাকে না। অসুস্থ শরীরে পড়াশোনায় মন বসে না। অসুস্থ শরীরে কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না। অসুস্থ শরীরে কোনো কিছু খেতে ইচ্ছা করে না। অসুস্থ হলে কোনো কাজে মন বসে না। তাহলে শরীরের সুস্থতা একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা একান্ত প্রয়োজন। এখন কীভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যাবে? স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে। ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু, গোল্লাছুট প্রভৃতি খেলা খেলতে হবে। এসব খেলার কথা প্রথম শ্রেণির নির্ধারিত পাঠে বলা হয়েছে। নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। হাঁটা, দৌড়ানো ও বিভিন্ন ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চা হয়। নিয়মিত খেলাধুলা ও নিয়মিত শরীরচর্চায় শরীর সুস্থ থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করতে হবে। সবসময় পড়ালেখা ভালো লাগে না। সবসময় পড়ালেখায় মনও বসে না। এজন্য লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা প্রয়োজন। তবে সবকিছুতেই নিয়ম মেনে চলতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে খেলতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে খেতে হবে। এভাবে চললে শরীর সুস্থ থাকবে। স্বাস্থ্যরক্ষা হবে। আর স্বাস্থ্যরক্ষা হলে সব কিছুতেই সাফল্য আসবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা ধর্মেরও একটি অঙ্গ। অসুস্থ দেহে ধর্মকর্ম করা যায় না। অসুস্থ হলে মনে সুখ থাকে না।

সুস্থ দেহমনেই ধর্মকর্ম করতে হয়। এজন্য স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক খুব নিবিড়। আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা করব। ধর্মকর্ম করব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠের ভিত্তিতে এবং নানা দৃষ্টান্তসহ স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা জন্যই খেলাধুলা এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলেই পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া যায়। এটা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে বোঝাবেন। তিনি আরও বলবেন যে, ধর্মকর্মের সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্ক আছে। যে কোনো ধর্মকর্মে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। শরীর অসুস্থ হলে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকা যায় না। ধর্মকর্মের জন্য মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন । শরীর অসুস্থ হলে মনের সুস্থতা চলে যায়। এজন্য ধর্মকর্মের সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষাও যে একান্ত প্রয়োজন তা শিক্ষক বিশেষভাবে বোঝাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

নিয়মিত খেলাধুলা করা, খেলার মাঠে গিয়ে খেলা দেখা, নিয়মিত ব্যায়াম করা ইত্যাদি।

মূল্যায়ন

শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের ভিত্তিতে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। কোনো শিশুর শরীর দুর্বল বা অসুস্থ হলে শিক্ষক তার অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞেস করে তাকে সুস্থ থাকার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। মূল্যায়নের জন্য তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"– কথাটির দ্বারা কী বোঝায়?

(খ) স্বাস্থ্যরক্ষা বলতে কী বোঝায়?

(গ) কে কে নিয়মিত খেলাধুলা কর?

(ঘ) শরীরচর্চা বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) ধর্মের সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্ক কী?

অষ্টম অধ্যায়
দেশপ্রেম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ দেশকে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবে এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখনফল

৮.১.১ দেশকে ভালোবাসা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
৮.১.২ দেশকে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৮.১.৩ দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২টি

পাঠ—১

শিখনফল

৮.১.১ দেশকে ভালোবাসা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।

উপকরণ

পাঠ সংশ্লিষ্ট কোনো দেশপ্রেমিকের ছবি বা পোস্টার।

বিষয়বস্তু

দেশকে ভালোবাসার নাম দেশপ্রেম। যে নিজের দেশকে ভালোবাসে তাকে বলে দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। প্রতিটি সৎ মানুষ দেশকে ভালোবাসেন। দেশের জন্য তাঁরা জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন। একজন দেশপ্রেমিক দেশের মঙ্গলের জন্য সারা জীবন কাজ করেন। দেশ আক্রান্ত হলে দেশকে রক্ষার জন্য দেশপ্রেমিক জীবন পণ করে যুদ্ধ করেন। দেশ আমাদের অনেক কিছু দিয়ে থাকে। দেশকেও আমাদের অনেক কিছু দিতে হবে। আমরা দেশপ্রেমিক হব। দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করব না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

নির্ধারিত পাঠের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেশকে ভালোবাসা বলতে কী বোঝায় তা আকর্ষণীয়ভাবে বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থী দেশপ্রেমের গল্প শুনবে। অন্যকেও দেশপ্রেমের গল্প বলবে। শিক্ষার্থীরা সম্ভব হলে অভিভাবকের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট যাবে। তাঁর কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের গল্প শুনবে।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠটি শিক্ষার্থীরা কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তার মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ—২

শিখনফল

৮.১.২ দেশকে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৮.১.৩ দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ

কয়েকজন দেশপ্রেমিকের ছবি।

প্রীতিলতা ওয়াদেদার

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

বিষয়বস্তু

আমরা এদেশে জন্মগ্রহণ করেছি। এদেশের মাটি, জল, আলো বাতাস আমাদের দেহ পুষ্ট করেছে। দেশ আমাদের অনেক দিয়েছে। তাই দেশকে কিছু দেওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। দেশকে ভালোবাসতে হবে। দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে। দেশের মানুষের মঙ্গল করতে হবে। দেশের জন্য প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। দেশপ্রেম না থাকলে দেশের উন্নতি করা যায় না। রামায়ণ, মহাভারতে অনেক দেশপ্রেমিকের নাম পাওয়া যায়। অনেক দেশপ্রেমিক আছেন। যেমন, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার, রানি রাসমণি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সংগৃহীত ছবি বা পোস্টার টাঙিয়ে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, ছবিগুলো তারা চেনে কি না। যদি চেনে তাহলে ছবি দেখিয়ে নাম বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। নাম ভুল বললে শিক্ষক তা শুদ্ধ করে বলে দেবেন। শিক্ষক এরপর দেশপ্রেম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন। দেশপ্রেম কাকে বলে তা বলবেন। দেশপ্রেমের প্রয়োজনীতা কী তা বলবেন এবং কে দেশপ্রেমিক, তা বলবেন। দেশপ্রেমিকের কাজ কি তা বুঝিয়ে বলবেন। পরিশেষে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শিক্ষার্থীদের শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের পরিচিত মুক্তিযোদ্ধার ছবি দেখাবেন ও গল্প বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা কয়েকজন দেশপ্রেমিকের ছবি সংগ্রহ করবে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) দেশপ্রেম কাকে বলে?
(খ) কয়েকজন দেশপ্রেমিকের নাম বল?
(গ) কীভাবে দেশপ্রেমিক হওয়া যায়?
(ঘ) দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা কী?

নবম অধ্যায়
তীর্থক্ষেত্র

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রের নাম বলতে পারবে এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখনফল

৯.১.১ তীর্থক্ষেত্র বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
৯.১.২ কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রের নাম বলতে পারবে।
৯.১.৩ তীর্থক্ষেত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২টি

পাঠ – ১

শিখনফল

৯.১.১ তীর্থক্ষেত্র বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।

উপকরণ

তীর্থক্ষেত্রের কোনো ছবি বা ফটো।

বিষয়বস্তু

তীর্থক্ষেত্র হলো পুণ্যস্থান। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মন পবিত্র হয়। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মন ভালো থাকে। দেবতার নামে তীর্থক্ষেত্রের নাম হয়। মুনি–ঋষি, সাধু মানুষের নামেও তীর্থক্ষেত্র হয়। কোনো স্থানের নামেও তীর্থক্ষেত্র হয়। তীর্থক্ষেত্রের মাটি পবিত্র। তীর্থক্ষেত্রের জল পবিত্র। তীর্থের জলে স্নান করলে দেহ–মন পবিত্র হয়। পুণ্যলাভ হয়। তীর্থের জলে সব পাপ ধুয়ে যায়। পুণ্য অর্জনের জন্য মানুষ তীর্থক্ষেত্রে যায়। পাপ মোচন করার জন্য মানুষ তীর্থক্ষেত্রে যায়। মনের সুস্থতার জন্য মানুষ তীর্থক্ষেত্রে যায়। অনেকে কেবল দেখার জন্যও তীর্থক্ষেত্রে যায়। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মানুষের নৈতিক শক্তি বেড়ে যায়। সুন্দর মনের মানুষ হয়। মানুষের সাথে মানুষের সখ্যতা বাড়ে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পাঠের ভিত্তিতে তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বলবেন। তীর্থক্ষেত্র যে অতি পবিত্র স্থান এবং মানুষ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তীর্থক্ষেত্রে যায়, পাপ মুক্তির জন্য যায়, ভালো মানুষ

হওয়ার জন্য যায়, এটা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কে তীর্থক্ষেত্রে গিয়েছে এবং কে যেতে আগ্রহী তা তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। কারো বাড়িতে তীর্থক্ষেত্রের ছবি বা ফটো আছে কিনা তা তিনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মন ভালো হয়ে যায় এটাও তিনি শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা শিক্ষক এবং অভিভাবকের সঙ্গে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কাছে বা দূরে অবস্থিত কোনো তীর্থক্ষেত্রে যাবে।

মূল্যায়ন

পাঠের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) তীর্থক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়?
(খ) তীর্থক্ষেত্রে গেলে মন কীরূপ হয়?
(গ) কীভাবে তীর্থক্ষেত্রের নাম হয়?
(ঘ) তীর্থক্ষেত্রের মাটি কীরূপ?
(ঙ) তীর্থের জলে স্নান করলে কী হয়?

পাঠ – ২

শিখনফল

৯.১.২ কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রের নাম বলতে পারবে।
৯.১.৩ তীর্থক্ষেত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ

উল্লিখিত তীর্থক্ষেত্রের কোনো ছবি বা ফটো।

বিষয়বস্তু

প্রত্যেক তীর্থক্ষেত্রই পবিত্র স্থান। ধর্মীয় স্থান। এজন্য তীর্থক্ষেত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আমরা তীর্থক্ষেত্রকে শ্রদ্ধা করব। অনেক তীর্থক্ষেত্র আছে। যেমন লাঙ্গালবন্দ, চন্দ্রনাথ, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি।

লাঙ্গালবন্দ তীর্থে স্নানের দৃশ্য

লাঙ্গালবন্দ

লাঙ্গালবন্দ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। এ স্থানটি নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার অন্তর্গত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে লাঙ্গালবন্দের স্নান হয়। স্নান উপলক্ষে বড় মেলা হয়। দেশ-বিদেশের অনেক লোক এখানে আসে। সবাই স্নান করে পাপ মোচন করে।

চন্দ্রনাথ

চন্দ্রনাথ চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। পাহাড়ের ওপরে চন্দ্রনাথের মন্দির। এটি শিবের মন্দির। এর অপর নাম চন্দ্রনাথ ধাম। ফাল্গুন মাসের শিব চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রনাথের মেলা হয়। দেশ-বিদেশের বহু তীর্থযাত্রী এখানে আসে। তীর্থভ্রমণে মানুষ পাপমুক্ত হয়। চন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর।

গয়া

ভারতে বিহার নামে একটি প্রদেশ আছে। গয়া বিহারে অবস্থিত। ফল্গু নদীর তীরে গয়াধাম। গয়াসুরের নামে এরূপ নাম হয়েছে। এখানে বিষ্ণুমন্দির আছে। মৃত পিতা–মাতার নামে এখানে পিণ্ড দেওয়া হয়। পিণ্ড দিলে মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তি হয়।

কাশী

কাশী ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। গঙ্গার তীরে বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র কাশী। এখানে বিশ্বনাথের মন্দির আছে। বিশ্বনাথ অর্থ শিব। কাশী হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

বৃন্দাবন

ভারতের উত্তর প্রদেশে বৃন্দাবন অবস্থিত। যমুনা নদীর তীরে বৈষ্ণবদের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র বৃন্দাবন। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল কেটেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল মথুরায়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বহু কাহিনী বৃন্দাবনের সঙ্গে জড়িত।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনা দেবেন। তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উল্লিখিত তীর্থক্ষেত্রসমূহের নাম শুনবেন। তীর্থক্ষেত্রের প্রতি তিনি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করবেন। কারো বাড়িতে তীর্থক্ষেত্রের ছবি আছে কি না তা তিনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে জানবেন। কোনো ছোট ছবি বা ফটো থাকলে দেখাতে বলবেন। এভাবে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠটি শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক এবং অভিভাবকের সঙ্গে উল্লিখিত তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণে যাবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) দুটি তীর্থক্ষেত্রের নাম বল।
(খ) লাঙ্গলবন্দের বর্ণনা দাও।
(গ) চন্দ্রনাথ কোথায় অবস্থিত?
(ঘ) কাশীতে কোন দেবতার মন্দির আছে?
(ঙ) বৈষ্ণবদের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রের নাম বল।– ইত্যাদি।

সমাপ্ত